বিশেষ বিবাহ আইন, ১৮৭২

(১৮৭২ সনের ৩ নং আইন)

<u>সূচিপত্র</u>

ধারাসমূহ

১।	স্থানীয় ব্যাপ্তি

২।	এই আইনের অধীন বিবাহ সম্পাদনের শর্তাবলি

৩।	বিবাহ নিবন্ধকের নিয়োগ

৪।	উদ্দিষ্ট বিবাহের যেকোনো এক পক্ষ কর্তৃক নিবন্ধককে নোটিশ প্রদান

৫।	নোটিশ লিপিবদ্ধকরণ ও বিবাহের নোটিশ বহিতে উহার অনুলিপি সংরক্ষণ

৬।	বিবাহে আপত্তি

৭।	বিবাহে আপত্তি গ্রহণের পর কার্যপদ্ধতি, আপত্তিকারী মামলা দায়ের করিতে পারিবে

৮।	মামলা দায়ের করিবার সার্টিফিকেট নিবন্ধকের নিকট জমা দেওয়া

৯।	আপত্তি যুক্তিসঙ্গত না হইলে আদালত জরিমানা করিতে পারিবে

১০।	পক্ষগণ এবং সাক্ষীগণ কর্তৃক ঘোষণা

১১।	বিবাহ কিভাবে সম্পাদন করিতে হইবে

১২।	বিবাহ কোথায় সম্পাদন করিতে হইবে

১৩।	বিবাহের সার্টিফিকেট

১৩ক।	জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ রেজিস্ট্রার জেনারেলের নিকট বিবাহ-সার্টিফিকেটের বহিতে লিপিবদ্ধ সকল সার্টিফিকেটের সত্যায়িত অনুলিপ প্রেরণ

১৪।	ফিস

১৫।	বিবাহিত ব্যক্তি কর্তৃক এই আইনের অধীন পুনরায় বিবাহ করিবার শাস্তি

১৬।	দ্বিতীয় বিবাহের দণ্ড

১৭।	বিবাহ বিচ্ছেদ আইনের কার্যকারিতা

১৮।	এই আইনের অধীন সম্পাদিত বিবাহের সন্তানদের জন্য প্রযোজ্য আইন

১৯।	এই আইনের অধীন ব্যতিরেকে সম্পাদিত বিবাহের সুরক্ষা

২০।	[বিলুপ্তকরণ]

২১।	মিথ্যা তথ্য দিয়ে ঘোষণা বা সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর প্রদানের শাস্তি

২২। সহ-উত্তরাধিকারের উপর কতিপয় বিবাহের প্রভাব

২৩। এই আইনের অধীন বিবাহের কতিপয় ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার

২৪। এই আইনের অধীন বিবাহের পক্ষগণের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার

২৫। এই আইনের অধীন বিবাহিত ব্যক্তির দত্তক গ্রহণের অধিকার থাকিবে না

২৬। এই আইনের অধীন বিবাহিত ব্যক্তির পিতার দত্তক গ্রহণের অধিকার

তফসিল

[১]বিশেষ বিবাহ আইন, ১৮৭২

(১৮৭২ সনের ৩ নং আইন)

[১৮ জুলাই, ১৮৭২]

[২]কতিপয় ক্ষেত্রে বিবাহের একটি রূপ প্রদানের নিমিত্তে প্রণীত আইন

প্রস্তাবনা

যেহেতু যাহারা খ্রিস্টান, ইহুদি, হিন্দু, মুসলিম, পার্সি, বৌদ্ধ, শিখ অথবা জৈন ধর্মের অনুসারী নহে, এবং যাহারা হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ অথবা জৈন ধর্মের অনুসারী এমন ব্যক্তিদের জন্য এক ধরনের বিবাহের বিধান করা এবং সন্দেহজনক কতিপয় বিবাহের আইনগত বৈধতা প্রদান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। স্থানীয় ব্যাপ্তি।- এই আইন সমগ্র [৩][বাংলাদেশে] প্রযোজ্য হইবে।

২। এই আইনের অধীন বিবাহ সম্পাদনের শর্তাবলি।- নিম্নলিখিত শর্তাবলি সাপেক্ষে এমন ব্যক্তিদের মধ্যে বিবাহ সংঘটিত হইতে পারে যাহাদের কেহই খ্রিস্টান অথবা ইহুদি, অথবা হিন্দু অথবা মুসলিম অথবা পার্সি অথবা বৌদ্ধ, অথবা শিখ অথবা জৈন ধর্মের অনুসারী নহে, কিংবা তাহাদের প্রত্যেকে হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ অথবা জৈন ধর্মের অনুসারী:

(১) কোনো পক্ষেরই বিবাহ সংঘটিত হইবার সময় কোনো স্বামী বা স্ত্রী জীবিত নাই:

(২) গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী পুরুষ ১৮ বৎসর এবং নারী ১৪ বৎসর বয়স পূর্ণ করিয়াছেন:

(৩) প্রত্যেক পক্ষ, যদি তিনি ২১ বৎসর বয়স পূর্ণ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাকে অবশ্যই তাহার বিবাহের সময় তাহার পিতা অথবা তাহার অভিভাবকের সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে:

(৪) পক্ষগণ অবশ্যই এমন কোনো ধরনের রক্তসম্পর্কীয় কিংবা বৈবাহিক সম্পর্কের দ্বারা যুক্ত নহেন যে সম্পর্কের কারণে তাহাদের যেকোনো এক পক্ষ যে আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সেই আইন অনুযায়ী তাহাদের মধ্যে বিবাহ সংঘটন বে-আইনি হয়।

১ম শর্ত- রক্তসম্পর্ক কিংবা বৈবাহিক সম্পর্ক ব্যতীত কোনো আইন বা প্রথা তাহাদেরকে বিবাহ সংঘটনে বাধা হইবে না।

২য় শর্ত- রক্তসম্পর্কীয় বৈবাহিক নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত কোনো আইন বা প্রথা তাহাদেরকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে বাধা দিবে না, যদিনা একই পূর্বপুরুষের মাধ্যমে পক্ষগুলির মধ্যে এমন সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে যে, যিনি তাহাদের প্রত্যেকের সহিত মহা-মহা-পিতামহ বা মহা-মহা-পিতামহী, অথবা যেকোনো এক পক্ষ অপর পক্ষের বংশীয় পূর্বপুরুষ বা বংশীয় পূর্বপুরুষের ভাই বা বোন হয়।

৩। বিবাহ নিবন্ধকের নিয়োগ।– সরকার, নাম উল্লেখ করিয়া বা আপাতত কোনো প্রশাসনিক পদবি হিসাবে, উহার প্রশাসনের অধীন ভূ-খণ্ডের যেকোনো অংশের জন্য এই আইনের অধীন এক বা একাধিক নিবন্ধক নিয়োগ করিতে পারিবে। নিয়োগপ্রাপ্ত অফিসারকে "১৮৭২ সনের ৩ নং আইনের অধীন বিবাহের নিবন্ধক" বলা হইবে এবং অতঃপর

---

[১] এই আইনের সর্বত্র, কোথাও ভিন্ন কিছু না থাকিলে, বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা "সরকার", "মুসলিম" এবং "দণ্ডবিধি" শব্দগুলি "প্রাদেশিক সরকার", "মুহাম্মাদান" এবং "পাকিস্তান দণ্ডবিধি" শব্দগুলির পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[২] এই আইনের সর্বত্র, কোথাও ভিন্ন কিছু না থাকিলে, বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা "সরকার", "মুসলিম" এবং "দণ্ডবিধি" শব্দগুলি "প্রাদেশিক সরকার", "মুহাম্মাদান" এবং "পাকিস্তান দণ্ডবিধি" শব্দগুলির পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[৩] বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা "বাংলাদেশ" শব্দটি "পাকিস্তান" শব্দটির পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

“নিবন্ধক” হিসাবে অভিহিত। যে অঞ্চলের জন্য এই ধরনের কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদান করা হইয়াছে সেই অঞ্চলটি তাহার জেলা হিসাবে গণ্য হইবে।

৪। উদ্দিষ্ট বিবাহের যেকোনো এক পক্ষ কর্তৃক নিবন্ধককে নোটিশ প্রদান।- এই আইনের অধীন যখন কোনো বিবাহ সংঘটনের ইচ্ছা পোষণ করা হয়, তখন যেকোনো এক পক্ষকে নিবন্ধকের নিকট লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে যাহার নিকট উক্ত বিবাহ সম্পাদিত হইবে।

যে নিবন্ধককে এইরূপ নোটিশ প্রদান করা হইবে তাহাকে অবশ্যই এমন একটি জেলার নিবন্ধক হইতে হইবে যেখানে কমপক্ষে বিবাহের একটি পক্ষ নোটিশ প্রদান করিবার চৌদ্দ দিন পূর্ব হইতে বাস করিতেছেন।

এইরূপ নোটিশ এই আইনের প্রথম তফসিলে প্রদত্ত ফরমে দেওয়া যাইতে পারে।

৫। নোটিশ লিপিবদ্ধকরণ ও বিবাহের নোটিশ বহিতে উহার অনুলিপি সংরক্ষণ।- নিবন্ধক এইরূপ সকল নোটিশ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং সেইগুলি তাহার অফিসের রেকর্ডে নথিভুক্ত রাখিবেন এবং তৎক্ষণাৎ সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত একটি বহিতে এইরূপ প্রত্যেক নোটিশের একটি অবিকল অনুলিপি সংরক্ষণ করিবেন, যাহা “১৮৭২ সনের ৩ নং আইনের অধীন বিবাহের নোটিশ বহি” হিসাবে অভিহিত হইবে, এবং উক্ত বহি পরিদর্শন করিতে আগ্রহী সকল ব্যক্তির জন্য বিনামূল্যে সর্বদা যুক্তিসঙ্গত সময়ে উন্মুক্ত থাকিবে।

৬। বিবাহে আপত্তি।- ধারা ৪ এর অধীন একটি উদ্দিষ্ট বিবাহের নোটিশ প্রদানের চৌদ্দ দিন পর এই ধরনের বিবাহ সংঘটিত করা যাইতে পারে, যদি পরবর্তীতে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী পূর্বেই এই বিষয়ে আপত্তি না করা হইয়া থাকে।

যেকোনো ব্যক্তি এইরূপ যেকোনো বিবাহের বিরুদ্ধে এই কারণেই আপত্তি জানাইতে পারিবেন যে, ইহা ধারা ২ এর দফা (১), (২), (৩) বা (৪) এর এক বা একাধিক শর্ত লঙ্ঘন করিবে।

আপত্তির প্রকৃতি নিবন্ধক কর্তৃক নিবন্ধন বহিতে লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করা হইবে, এবং প্রয়োজন হইলে নিবন্ধক তাহা আপত্তিকারী ব্যক্তির নিকট পড়িয়া শুনাইবেন এবং তাহা ব্যাখ্যা করিবেন, এবং তিনি বা তাহার পক্ষে কাউকে তাহা স্বাক্ষর করিতে হইবে।

৭। বিবাহে আপত্তি গ্রহণের পর কার্যপদ্ধতি, আপত্তিকারী মামলা দায়ের করিতে পারিবে।- আপত্তির এইরূপ নোটিশ প্রাপ্তির পর নিবন্ধক যদি সেই সময়ে উপযুক্ত এখতিয়ার সম্পন্ন আদালত খোলা থাকে, তাহা হইলে এইরূপ আপত্তি প্রাপ্তি হইতে চৌদ্দ দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত, অথবা, যদি সেই সময়ে এইরূপ কোনো আদালত খোলা না থাকে, তাহা হইলে তিনি এইরূপ আদালত খুলিবার পর চৌদ্দ দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ সম্পন্ন করিবেন না।

উদ্দিষ্ট বিবাহের বিষয়ে আপত্তিকারী ব্যক্তি স্থানীয় এখতিয়ারসম্পন্ন যেকোনো দেওয়ানি আদালতে (ছোট কারণের আদালত ব্যতীত) এই মর্মে ঘোষণা চাহিয়া ঘোষণামূলক ডিক্রির মামলা করিতে পারিবেন যে, এইরূপ বিবাহ ধারা ২ এর দফা (১), (২), (৩) বা (৪) এ বর্ণিত এক বা একাধিক শর্ত লঙ্ঘন করিবে ।

৮। মামলা দায়ের করিবার সার্টিফিকেট নিবন্ধকের নিকট জমা দেওয়া।- যে অফিসারের নিকট এইরূপ মামলা দায়ের করা হইবে তিনি উক্ত উপস্থাপনকারী ব্যক্তিকে এই মর্মে একটি সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন যে, এইরূপ মামলা দায়ের করা হইয়াছে।

আপত্তি নোটিশ প্রাপ্তি হইতে চৌদ্দ দিনের মধ্যে যদি উপযুক্ত এখতিয়ার আদালত খোলা থাকা অবস্থায় এইরূপ সার্টিফিকেট নিবন্ধকের নিকট জমা প্রদান করা হয়, অথবা যদি সেই সময়ে এইরূপ কোনো আদালত খোলা না থাকে, তাহা হইলে আদালত খুলিবার চৌদ্দ দিনের মধ্যে এইরূপ সার্টিফিকেট নিবন্ধকের নিকট জমা প্রদান করিবার পর, আদালতের সিদ্ধান্ত প্রদান এবং তৎপরবর্তী আপিলের জন্য আইন কর্তৃক নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হইয়া যাওয়া পর্যন্ত কিংবা যদি সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপিল আদালতের সিদ্ধান্ত প্রদানের পূর্বে উক্ত বিবাহ সম্পন্ন করা যাইবে না।

উপরিউক্ত অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি এইরূপ সার্টিফিকেট জমা প্রদান করা না হয়, অথবা আদালত যদি এই মর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করে যে, এইরূপ বিবাহ ধারা ২ এর দফা (১), (২), (৩) বা (৪) এ বর্ণিত এক বা একাধিক শর্ত লঙ্ঘন করিবে না, তাহা হইলে এইরূপ বিবাহ সম্পাদন করা যাইতে পারে।

আদালত যদি এই মর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করে যে, আলোচ্য বিবাহ ধারা ২ এর দফা (১), (২), (৩) বা (৪) এ বর্ণিত এক বা একাধিক শর্ত লঙ্ঘন করিবে, তাহা হইলে এইরূপ বিবাহ সম্পাদন করা যাইবে না।

৯। আপত্তি যুক্তিসঙ্গত না হইলে আদালত জরিমানা করিতে পারিবে।- আদালতে ৭ ধারায় উল্লিখিত কোনো মামলা দায়ের করা হইলে আদালতের নিকট যদি ইহা প্রতীয়মান হয় যে, আপত্তিটি যুক্তিসঙ্গত ও যথার্থ ছিল না, তাহা হইলে ইহা আপত্তি করা ব্যক্তিকে অনধিক এক হাজার রুপি জরিমানা করিতে পারিবে, এবং উক্ত জরিমানার সম্পূর্ণ বা আংশিক অর্থ উদ্দিষ্ট বিবাহের পক্ষগণকে প্রদান করিবে।

১০। পক্ষগণ এবং সাক্ষীগণ কর্তৃক ঘোষণা।- বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদিত হইবার পূর্বেই বিবাহের পক্ষগণ এবং তিনজন সাক্ষী নিবন্ধকের উপস্থিতিতে এই আইনের দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত ফর্মে একটি ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করিবেন। যদি যেকোনো পক্ষই একুশ বৎসর বয়স পূর্ণ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বিধবার ক্ষেত্র ব্যতীত, উক্ত ঘোষণাপত্র তাহার বাবা বা অভিভাবক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইহা নিবন্ধক কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত হইবে ।

১১। বিবাহ কিভাবে সম্পাদন করিতে হইবে।- নিবন্ধক এবং ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরকারী তিনজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে বিবাহ সম্পন্ন করা হইবে। ইহা যেকোনো রূপেই সম্পাদিত হইতে পারে, তবে শর্ত থাকে যে, নিবন্ধক এবং সাক্ষীদের উপস্থিতিতে এবং শুনানিতে প্রত্যেক পক্ষ অপরজনকে বলিবে, “আমি [ক], [খ] কে আমার আইনসম্মত স্ত্রী (বা স্বামী) হিসাবে গ্রহণ করিলাম।”

১২। বিবাহ কোথায় সম্পাদন করিতে হইবে।- নিবন্ধকের কার্যালয়ে বা বিবাহের পক্ষগণের চাহিদা অনুযায়ী নিবন্ধকের কার্যালয়ের যুক্তিসঙ্গত দূরত্বে অন্য যেকোনো স্থানে বিবাহ সম্পাদিত হইতে পারে: তবে শর্ত থাকে যে, নিবন্ধকের কার্যালয় ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে বিবাহ সম্পাদনের ক্ষেত্রে, সরকার বিশেষ শর্তাবলি আরোপ করিতে পারিবে, এবং এইরূপ ক্ষেত্রে প্রদেয় অতিরিক্ত ফি ধার্য করিতে পারিবে।

১৩। বিবাহের সার্টিফিকেট।- বিবাহ সম্পাদন করিবার পর, নিবন্ধক এই আইনের তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত ফরমে এই উদ্দেশ্যে রক্ষিত বহিতে একটি সার্টিফিকেট সংরক্ষণ করিবেন এবং উক্ত বহি “১৮৭২ সনের ৩ নং আইনের অধীন বিবাহের সার্টিফিকেট বহি” নামে অভিহিত হইবে, এবং এইরূপ সার্টিফিকেট বিবাহের পক্ষগণ এবং তিনজন সাক্ষী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে।

[১][**১৩ক। জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ রেজিস্ট্রার জেনারেলের নিকট বিবাহ-সার্টিফিকেটের বহিতে লিপিবদ্ধ সকল সার্টিফিকেটের সত্যায়িত অনুলিপ প্রেরণ।-** নিবন্ধক তাহার জেলা যে অঞ্চলে অবস্থিত সে অঞ্চলের জন্য জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ রেজিস্ট্রার জেনারেলের নিকট সরকার কর্তৃক সময় সময়ে নির্ধারিত ফরমে, সরকার কর্তৃক সময় সময়ে নির্দেশিত নিয়মিত বিরতিতে সর্বশেষ বিরতির পর, উপরিউক্ত বিবাহ-সার্টিফিকেটের বহিতে লিপিবদ্ধ সকল সার্টিফিকেটের নিবন্ধক কর্তৃক একটি সত্যায়িত অনুলিপি প্রেরণ করিবেন।]

১৪। ফিস।- এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনের জন্য নিবন্ধককে প্রদেয় ফি সরকার নির্ধারণ করিবে।

নিবন্ধক, উপযুক্ত মনে করিলে, বিবাহ সম্পাদন কিংবা এতৎসংশ্লিষ্ট যেকোনো কাজ করিবার জন্য প্রদেয় ফি বিবাহ সম্পাদনের পূর্বেই দাবি করিতে পারিবেন ।

উল্লিখিত বিবাহ-সার্টিফিকেটের বহি যুক্তিসঙ্গত সময়ে পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে এবং ইহাতে বর্ণিত বিবৃতি সত্যতার প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রদানপূর্বক কোনো আবেদনকারীর আবেদনের ভিত্তিতে নিবন্ধক উক্ত বহি হইতে সত্যায়িত অংশবিশেষ প্রদান করিবেন।

---

১ জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ নিবন্ধন আইন, ১৮৮৬ (১৮৮৬ সনের ৬ নং আইন) এর ধারা ২৯ দ্বারা ধারা ১৩ক সন্নিবেশিত।

১৫। বিবাহিত ব্যক্তি কর্তৃক এই আইনের অধীন পুনরায় বিবাহ করিবার শাস্তি।- প্রত্যেক ব্যক্তি, যিনি বিবাহিত থাকা অবস্থায় এই আইনের অধীন নিজের বিবাহ সম্পাদন করেন, দণ্ডবিধির, ক্ষেত্রমত, ধারা ৪৯৪ বা ধারা ৪৯৫ অনুসারে অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন; এবং এইরূপ সম্পাদিত বিবাহ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

১৬। দ্বিতীয় বিবাহের দণ্ড।- এই আইনের অধীন বিবাহিত প্রত্যেক ব্যক্তি, যিনি তাহার স্ত্রী বা স্বামীর জীবনকালীন সময়ে অন্য কোনো বিবাহের চুক্তি করেন, এইরূপ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিবাহের সময় তিনি যেকোনো ধর্মের অনুসারীই হউন না কেনো, পুনরায় বিবাহের অপরাধে তিনি দণ্ডবিধির, ক্ষেত্রমত, ৪৯৪ এবং ৪৯৫ ধারায় প্রদত্ত দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৭। বিবাহ বিচ্ছেদ আইনের কার্যকারিতা।- এই আইনের অধীন সম্পাদিত সকল বিবাহের ক্ষেত্রে বিবাহবিচ্ছেদ আইন প্রযোজ্য হইবে, এবং এইরূপ যেকোনো বিবাহ উক্ত আইনে নির্ধারিত কোনো কারণে অথবা এই আইনের ধারা ২ এর দফা (১), (২), (৩) বা (৪) এর যেকোনো এক বা একাধিক শর্ত ভঙ্গের কারণে এইরূপ বিবাহ উক্ত আইনের অধীন বাতিল ও ভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইবে।

১৮। এই আইনের অধীন সম্পাদিত বিবাহের সন্তানদের জন্য প্রযোজ্য আইন।- এই আইনের অধীন সম্পাদিত বিবাহের সন্তানগণ, যদি তাহারা এই আইনের অধীন বিবাহ করেন, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের পিতৃপুরুষেরা যে ধরনের রক্তসম্পর্কীয় বা বৈবাহিক সম্পর্কীয় বৈবাহিক নিষেধাজ্ঞার আইনের অধীন ছিল সেই একই বৈবাহিক নিষেধাজ্ঞার অধীন হইবেন, এবং এই আইনের ধারা ২ এর শর্তসমূহ তাহাদের জন্য প্রযোজ্য হইবে ।

১৯। এই আইনের অধীন ব্যতিরেকে সম্পাদিত বিবাহের সুরক্ষা।- এই আইনের কোনো কিছুই ইহার বিধানের অধীন সম্পাদিত হয় নাই এমন কোনো বিবাহের বৈধতার উপর কোনো প্রভাব ফেলিবে না; এই আইন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনোভাবেই বিবাহ সম্পাদন করিবার কোনো পদ্ধতির বৈধতা প্রভাবিত করিবে বলিয়া গণ্য হইবে না; তবে, পরবর্তীতে যদি এইরূপ কোনো পদ্ধতির বৈধতার প্রশ্ন কোনো আদালতের সামনে আসে, তাহা হইলে উক্ত প্রশ্ন সম্পর্কে এমনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে যেন এই আইনটি পাস হয় নাই।

২০। বিলুপ্তকরণ।- [বিলুপ্তকরণ আইন, ১৮৭৬ (১৮৭৬ সনের ১২ নং আইন) দ্বারা বিলুপ্ত]।

২১। মিথ্যা তথ্য দিয়ে ঘোষণা বা সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর প্রদানের শাস্তি।- এই আইন দ্বারা নির্ধারিত যেকোনো ঘোষণা বা সার্টিফিকেট তৈরি, স্বাক্ষর বা সত্যায়নকারী প্রত্যেক ব্যক্তি, যদি সেখানে মিথ্যা, এবং যাহা তিনি মিথ্যা বলিয়া জানেন বা বিশ্বাস করেন বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না এমন কোনো তথ্য সন্নিবেশিত থাকে, তাহা হইলে তিনি দণ্ডবিধির ধারা ১৯৯ এ বর্ণিত অপরাধে দোষী বলিয়া গণ্য হইবেন।

২২। সহ-উত্তরাধিকারের উপর কতিপয় বিবাহের প্রভাব।- হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈন ধর্মের অনুসারী কোনো অবিভক্ত পরিবারের যেকোনো সদস্যের এই আইনের অধীন সম্পাদিত বিবাহ এইরূপ পরিবার হইতে তাহার বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২৩। এই আইনের অধীন বিবাহের কতিপয় ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার।- হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈন ধর্মের অনুসারী যেকোনো ব্যক্তি যে এই আইনের অধীন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার ক্ষেত্রে যেকোনো সম্পত্তির উত্তরাধিকার বিষয়ে Caste Disabilities Removal Act, 1850 এর বিধান প্রযোজ্য হয় এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেরূপ অধিকার বা আইনগত অযোগ্যতা প্রযোজ্য হয় তাহার ক্ষেত্রেও অনুরূপ অধিকার ও আইনগত অযোগ্যতা প্রযোজ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার কোনো কিছুই কোনো ব্যক্তিকে কোনো ধর্মীয় অফিস বা পরিষেবা বা কোনো ধর্মীয় বা দাতব্য ট্রাস্টের পরিচালনার অধিকার প্রদান করিবে না।

২৪। এই আইনের অধীন বিবাহের পক্ষগণের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার।- এই আইনের অধীন বিবাহিত হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈন ধর্মের অনুসারী যেকোনো ব্যক্তি এবং এইরূপ বিবাহের ফলে জন্মগ্রহণকারী যেকোনো সন্তানের সম্পত্তির উত্তরাধিকার [১][Succession Act, 1925] এর বিধানাবলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

---

[১] বাংলাদেশ আইনসমূহ (পুনরীক্ষণ ও ঘোষণা) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা "উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫" শব্দগুলি, কমা এবং সংখ্যা "ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন, ১৮৬৫" শব্দগুলি, কমা এবং সংখ্যার পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

২৫। এই আইনের অধীন বিবাহিত ব্যক্তির দত্তক গ্রহণের অধিকার থাকিবে না।- এই আইনের অধীন বিবাহিত হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈন ধর্মের অনুসারী কোনো ব্যক্তির দত্তক গ্রহণের কোনো অধিকার থাকিবে না।

২৬। এই আইনের অধীন বিবাহিত ব্যক্তির পিতার দত্তক গ্রহণের অধিকার।- হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈন ধর্মের অনুসারী কোনো ব্যক্তি যদি এই আইনের অধীন বিবাহ সম্পাদন করেন, তাহা হইলে তাহার পিতা, যদি তাহার অন্য কোনো পুত্র সন্তান না থাকে, তবে তিনি যে আইনের অধীন সেই আইনের অধীন অন্য কোনো ব্যক্তিকে পুত্র হিসাবে গ্রহণ করিবার অধিকার তাহার থাকিবে।

প্রথম তফসিল
(ধারা ৪ দ্রষ্টব্য)
বিবাহের নোটিশ

প্রতি

১৮৭২ সনের ৩ নং আইন অনুযায়ী জেলার জন্য নিয়োজিত বিবাহ নিবন্ধক

আমি এই মর্মে নোটিশ প্রদান করিতেছি যে, ১৮৭২ সনের ৩ নং আইন অনুযায়ী আজকের তারিখ হইতে তিন ক্যালেন্ডার মাসের মধ্যে আমার এবং এইখানে নামোল্লেখিত ও বর্ণিত অপর পক্ষের মধ্যে বিবাহের ইচ্ছা পোষণ করা হইতেছে (অর্থাৎ বর্ণিত পক্ষগণ হইল):-

নাম	শর্ত	পদবি বা পেশা	বয়স	বসবাসের স্থান	বসবাসের সময়কাল
ক খ	অবিবাহিত বিপত্নীক	ভূমি মালিক	পূর্ণ বয়স্ক	--	১৩ দিন
গ ঘ	কুমারী	--	নাবালক	--	--

আমার চাক্ষুষ সাক্ষীতে, অদ্য ... দিবস। ... সন

(স্বাক্ষর) ক. খ.

দ্বিতীয় তফসিল
(ধারা ১০ দ্রষ্টব্য)
বর কর্তৃক প্রদত্ত ঘোষণা

আমি, ক খ, এই মর্মে নিম্নবর্ণিত ঘোষণা প্রদান করিতেছি যে:-

১। আমি বর্তমানে অবিবাহিত:

২। আমি খ্রিস্টান, ইহুদি, হিন্দু, মুসলিম, পার্সি, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈন ধর্মের অনুসারী নই: কিংবা (ক্ষেত্রমত) আমি হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈন ধর্মের অনুসারী।

৩। আমি ১৮ বৎসর পূর্ণ করিয়াছি:

৪। আমি গ ঘ (কনে) এর সহিত আমি বা গ ঘ যে আইনের অধীন সেই আইন অনুযায়ী রক্তসম্পর্কীয় বা বৈবাহিক সম্পর্কের সূত্রে যুক্ত নই কিংবা ১৮৭২ সনের ৩ নং আইনের ধারা ২ এর দফা (৪) অনুযায়ী এমন কোনো সম্পর্ক আমাদের মাঝে বিদ্যমান নাই যাহা আমাদের মাঝে সঙ্ঘটিতব্য বিবাহকে বে-আইনি সাব্যস্ত করিতে পারে:

[এবং যেক্ষেত্রে বর তাহার বয়স ২১ বৎসর পূর্ণ করে নাই সেইক্ষেত্রে:

৫। আমি এবং গ ঘ এর মধ্যে বিবাহের বিষয়ে আমার পিতার (বা ক্ষেত্রমত অভিভাবকের) সম্মতি প্রদান করা হইয়াছে এবং এইরূপ সম্মতি প্রত্যাহার করা হয় নাই:]

৬। আমি এই সম্পর্কে অবগত আছি যে, যদি এই ঘোষণার মধ্যে আমি এমন কোনো বক্তব্য প্রদান করিয়া থাকি যাহা মিথ্যা বা এমন কোনো বক্তব্য প্রদান করিয়া থাকি যাহা আমি জানি বা বিশ্বাস করি যে উহা মিথ্যা, বা বিশ্বাস করি যে, তাহা সত্য নহে, তাহা হইলে আমি কারাদণ্ড ভোগ করিবার এবং জরিমানা প্রদানের জন্য দায়ী হইব।

(স্বাক্ষর) ক খ [বর]

কনে কর্তৃক প্রদত্ত ঘোষণা

আমি, গ ঘ, এই মর্মে নিম্নবর্ণিত ঘোষণা প্রদান করিতেছি যে:-

১। আমি বর্তমানে অবিবাহিত:

২। আমি খ্রিস্টান, ইহুদি, হিন্দু, মুসলিম, পার্সি, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈন ধর্মের অনুসারী নই: কিংবা (ক্ষেত্রমত) আমি হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ বা জৈন ধর্মের অনুসারী।

৩। আমি ১৪ বৎসর পূর্ণ করিয়াছি:

৪। আমি ক খ (বর) এর সহিত আমি বা ক খ যে আইনের অধীন সেই আইন অনুযায়ী রক্তসম্পর্কীয় বা বৈবাহিক সম্পর্কের সূত্রে যুক্ত নই কিংবা ১৮৭২ সনের ৩ নং আইনের ধারা ২ এর দফা (৪) অনুযায়ী এমন কোনো সম্পর্ক আমাদের মাঝে বিদ্যমান নাই যাহা আমাদের মাঝে সঙ্ঘটিতব্য বিবাহকে বে-আইনি সাব্যস্ত করিতে পারে:

[এবং যেক্ষেত্রে কনে তাহার বয়স ২১ বৎসর পূর্ণ করে নাই এবং তিনি যদি বিধবা না হন সেইক্ষেত্রে:

৫। আমি এবং ক খ (বর) এর মধ্যে বিবাহের বিষয়ে আমার পিতা ড ঢ (বা ক্ষেত্রমত অভিভাবকের) সম্মতি প্রদান করা হইয়াছে এবং এইরূপ সম্মতি প্রত্যাহার করা হয় নাই:]

৬। আমি এই সম্পর্কে অবগত আছি যে, যদি এই ঘোষণার মধ্যে আমি এমন কোনো বক্তব্য প্রদান করিয়া থাকি যাহা মিথ্যা বা এমন কোনো বক্তব্য প্রদান করিয়া থাকি যাহা আমি জানি বা বিশ্বাস করি যে, উহা মিথ্যা বা বিশ্বাস করি যে, তাহা সত্য নহে, তাহা হইলে আমি কারাদণ্ড ভোগ করিবার এবং জরিমানা প্রদানের জন্য দায়ী হইব।

(স্বাক্ষর) গ ঘ [কনে]

আমাদের উপস্থিতিতে উপরোল্লিখিত ক খ এবং গ ঘ কর্তৃক স্বাক্ষরিত:

ছ জ,
ঝ ঞ,
ট ঠ, } [তিনজন সাক্ষী]]

[এবং যেক্ষেত্রে বর বা কনে ২১ বৎসর বয়স পূর্ণ করে নাই এবং কোনো বিধবা নহে:
উপরিবর্ণিত কখ এবং গঘ আমার উপস্থিতিতে এবং সম্মতিতে স্বাক্ষর করিয়াছে:
উপরিবর্ণিত কখ [অথবা ক্ষেত্রমত গঘ এর পিতা [বা অভিভাবক] ড. ঢ.,

(প্রতি স্বাক্ষরিত) ঙ চ,

১৮৭২ সনের ৩ নং আইন অনুযায়ী ... জেলার জন্য নিযুক্ত নিবন্ধক

তারিখ ... দিন ১৮...

দ্বিতীয় তফসিল

(ধারা ১৩দ্রষ্টব্য)

নিবন্ধকের সার্টিফিকেট

আমি, ঙ চ, এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি যে, ১৮ ... সনের ... তারিখে ক খ এবং গ ঘ, আমার সম্মুখে হাজির থাকিয়া, তাহাদের প্রত্যেকে আমার এবং বিশ্বাসযোগ্য তিনজন সাক্ষী যাহাদের নাম এইখানে নিম্নে স্বাক্ষরিত হইয়াছে তাহাদের উপস্থিতিতে ১৮৭২ সনের ৩ নং আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ঘোষণাবলি প্রদান করিয়াছে, এবং আমার উপস্থিতিতে উপরিউক্ত আইন অনুযায়ী তাহাদের মধ্যে বিবাহ সম্পাদিত হইয়াছে।

(স্বাক্ষরিত) ঙ চ,

১৮৭২ সনের ৩ নং আইন অনুযায়ী ... জেলার জন্য নিযুক্ত নিবন্ধক

(স্বাক্ষরিত) ক খ

গ ঘ

ছ জ,
ঝ ঞ,
ট ঠ, } [তিনজন সাক্ষী]

তারিখ ... দিন ১৮...

চতুর্থ তফসিল - [রহিতকরণ আইন, ১৮৭৬ (১৮৭৬ সনের ৩ নং আইন) দ্বারা বিলুপ্ত।]